Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 78-88
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নদীয়া জেলার শোলাশিল্পের মোটিফ: ঐতিহ্য ও বিবর্তন

টগরী দাস
জুনিয়র রিসার্চ ফেলো, ইউ. জি. সি., লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Folk art and craft has great importance in the aspect of art history. It is an integral part of the life of India as well as West Bengal. In West Bengal, there are many folk art and craft traits practiced by the folk artisan communities. Important folk art and craft forms of West Bengal are: Dokra, Conch-shell Craft, Terracotta, Stone Carving, Wood Carving, Shola-pith Craft etc. In the district of Nadia of West Bengal Shola-pith craft is also popular.
The folk arts and crafts are signifying from its decoration pattern, design, texture, symbol etc. which we are called motif. The word 'motif' used in various aspects. The motif of folk art and craft means traditional design, symbol, texture or decoration pattern. In folk arts and crafts, the folk motif plays an important role. In this paper, we will discuss about the traditional designs and motifs of Shola-pith craft of Nadia district of West Bengal from the viewpoint of folkloristics.

Key-words: Folkart & craft, Tradition, Shola-pith Craft, Motif, Design

১. ভূমিকা: লোকসংস্কৃতির বস্তুগত শাখার অন্যতম ধারা হল লোকশিল্প। বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের ভাণ্ডার অত্যন্ত ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। আদিমকাল থেকেই মানুষ প্রয়োজনে, জীবন সংগ্রামের অনুষঙ্গে ও সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় সহজলভ্য উপাদানের মাধ্যমে তার শিল্পচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে, সৃষ্টি করেছে নানা ধরনের লোকশিল্প আঙ্গিক। লোকশিল্পের বলয়ে একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প ধারা হল শোলাশিল্প। লোকশিল্পে তথা শোলাশিল্পে যেমন – সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তেমনই ব্যক্তি তথা সমষ্টির নিজস্ব অনুভূতি ও শিল্পচেতনাও প্রতিফলিত হয়। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণেই শোলাশিল্প সাধারণতঃ পূর্বভারতেই কেন্দ্রীভূত। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা বিশেষভাবে শোলাশিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রচলন ক্ষেত্র। শোলাশিল্পদ্রব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে ছোট ছোট নক্‌শা ও অলংকরণের মাধ্যমে এক অপরূপ শিল্পরূপ দান করেন শিল্পীসমাজ। এই ঐতিহ্যসমন্বিত নক্‌শাই হল শোলাশিল্পের মোটিফ। আলোচ্য প্রবন্ধে নদীয়া জেলার শোলাশিল্পের মোটিফগুলি চিহ্নিত করে সামাজিক, ব্যবহারিক ও নান্দনিক প্রেক্ষিত অনুসারে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এর ঐতিহ্য ও বিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. শোলাশিল্পের পরিচয় : শোলা একটি জলজ উদ্ভিদ। 'শোলা' বা 'সোলা' শব্দটির বুৎপত্তিগত উৎস হল সলিল > সলিলা > সলা > সোলা। প্রকৃতির বদান্যতায় গ্রাম বাংলার জলা জমিতে আপনা আপনি শোলা জন্মায়। চাষ বিহীন অযত্নেই শোলার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সারা বছর জল জমে থাকে এমন জমিতে শোলা জন্মায় না। যে সমস্ত

খাল-বিল-পুকুরের জল গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শুকিয়ে যায় আবার আষাঢ়ের শুরুতেই নতুন বর্ষার জল পড়ার সাথে সাথে জল জমে, সেইসব অগভীর জলাভূমি শোলা জন্মানোর পক্ষে আর্দশ। শোলার ইংরেজী নাম *Sponge* বা *Sholapith* এবং এর বোটানিক্যাল নাম হল *Aeschynomeha Aspera*। সাধারণতঃ দুধরনের শোলা ভারতবর্ষে দেখা যায়, যেমন- কাঠ শোলা ও ফুল শোলা। বীজ থেকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে শোলার চারাগাছ জন্মায় এবং বর্ষার জল বৃদ্ধির সাথে সাথে চারাগাছও বাড়তে থাকে। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছটির মাঝখানের কাণ্ডটি ফুলতে থাকে, আর এই কান্ডটিই শোলা নামে পরিচিত। যে কান্ডগুলি ফুলে অধিক মোটা আকার ধারণ করে তাকে 'ভাত শোলা' বা 'ফুল শোলা' বলে। অপেক্ষাকৃত সরু দীর্ঘ কান্ড এবং কঠিন ত্বক বিশিষ্ট শোলা 'কাঠ শোলা' নামে পরিচিত। মূলতঃ ফুল শোলা বা ভাত শোলা থেকেই শোলা শিল্পীরা অপূর্ব সৌন্দর্যময় শিল্পকর্ম তৈরি করে থাকেন। ফুল শোলার মধ্যেও আবার দু-ধরনের ভাগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে বর্ণের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। একটি শোলা হয় সম্পূর্ণ ঘিয়ে রঙের এবং অপরটি শুভ্র বর্ণের। শোলার সাদা অংশের মধ্যে আবার দু-ধরনের স্তর বা লেয়ার লক্ষ্য করা যায়। ওপরের দিকটি তুলনামূলক শক্ত প্রকৃতির এবং ভিতরের বা মজ্জার অংশ অপেক্ষাকৃত নরম প্রকৃতির। শোলার কাজের সময় প্রয়োজন মত শক্ত ও নরম অংশ ব্যবহার করে শিল্পী তার শিল্পসুষমা ফুটিয়ে তোলেন। শোলার মতো একটি সহজলভ্য উপাদান থেকে শোলা শিল্পীরা অপূর্ব কারুকার্যমন্ডিত শিল্পরূপ সৃষ্টি করেন। শোলা থেকে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য মূলতঃ নান্দনিক শোভাবর্ধক রূপেই অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, শিশুদের খেলার সামগ্রী হিসাবে শোলার ব্যবহার দেখা যায়। শোলাশিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মধ্যে আমরা দেখতে পাই দেবদেবীর মূর্তি, মানুষের মূর্তি, নৌকা, জাহাজ, মন্দির, চাঁদমালা, টোপর, সিঁথিমোড়, কদম-গোলাপ-রজনীগন্ধা-বেলফুল-পদ্ম-যুঁই প্রভৃতি ফুল এবং মালা; কাঁঠাল-লিচু-কলার কাঁদি প্রভৃতি ফল; বিভিন্ন ধরনের পাখি যেমন - ময়ূর, টিয়া, শুকপাখি, পায়রা, পেঁচা, মাছরাঙা প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণী যেমন হাতি, কুকুর, ঘোড়া, হনুমান, বাঘ প্রভৃতি অর্থাৎ আমাদের চারপাশের প্রায় সব রকম বস্তুর প্রতিরূপ শোলা শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন।

শোলা শিল্পের অপর একটি উৎপাদনগত ব্যবহারিক প্রেক্ষিত হল প্রতিমা শিল্প এবং ডাকের সাজ। প্রতিমা অলংকরণে ও মন্ডপসজ্জায় শোলা শিল্পের বহুল ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এছাড়া আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে শোলার দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ, লক্ষ্মী, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, হাতির পিঠে হাওদা, একতারা হাতে বাউল এবং বিভিন্ন ধরনের মুখোশ প্রভৃতির জনপ্রিয়তা রয়েছে। নদীয়ার শোলা শিল্পের কারিগরী দক্ষতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এগুলিকে হাতির দাঁতের কাজ বলে অনেক সময় ভ্রম জন্মায়।

৩. নদীয়া জেলার শোলাশিল্পের অবস্থান ও শিল্পীসমাজ : আঞ্চলিক লোকশিল্প হিসাবে শোলাশিল্পের অবস্থান মূলতঃ পূর্বভারতেই। পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে এর আধিক্য দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, হাওড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান, কোচবিহার, মালদহ এবং পূর্ববঙ্গের বরিশাল, যশোহর প্রভৃতি জেলায় শোলাশিল্পের প্রচলন দেখা যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শোলাশিল্প বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবী রাখে। নদীয়ার বাতের বিলে প্রচুর পরিমাণে শোলা জন্মায়। এই জেলার কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ীতলা, ঘূর্ণি, দাসপাড়া, শিবতলা, চকেরপাড়া, আমিনবাজার, বাগদিপাড়া, তাঁতীপাড়া; রাণাঘাটের সূর্য্যনগর, শ্যামনগর, নোকারী, চাকদহ, কালীগঞ্জ, হাঁসখালির বড়োবেড়িয়া, তেহট্টের মহেশেরপাড়া; বীরনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে শোলাশিল্পের কাজের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণতঃ মালাকার জাতি-সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত মানুষেরাই শোলাশিল্পী হিসাবে পরিচিত। নদীয়ার তেহট্ট, রাণাঘাট, কৃষ্ণঙ্গর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরা শোলাশিল্পকর্মের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন। তবে এই জেলার বাগদী সম্প্রদায়ের মানুষরাও শোলার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বীরনগরের আচার্য ব্রাহ্মণেরা, এমনকি কৃষ্ণনগরের কিছু মুসলিম শোলাশিল্পীও শোলাশিল্পের

কাজ করে থাকেন। তবে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের শোলাশিল্পের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও কারুকার্য এবং অলংকরণের সূক্ষ্মতা শোলাশিল্পকে বাঙালি মানসপটে তথা বিশ্বদরবারে বিশেষভাবে সমাদৃত করেছে।

৪. লোকশিল্পের মোটিফের ধারণা ও শোলাশিল্পের মোটিফ : পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি চর্চায় লোকশিল্পের অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন লোকশিল্পের বৈচিত্র্যময়তা পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের ভাণ্ডারকে নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় চাহিদা ও ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুসারে গড়ে ওঠা লোকশিল্পগুলি শুধুমাত্র নান্দনিক বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই ঘটায় নি, নিজস্ব পরিচয়কেও তুলে ধরেছে তার স্বকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। এই লোকশিল্পের বিন্যাস ও অলংকরণে ব্যবহৃত প্রথাগত প্রতীকী ও নক্‌শার ব্যবহার হল লোকশিল্পের মোটিফ অর্থাৎ লোকশিল্পের মোটিফ বলতে সাধারণতঃ লোকশিল্পের আঙ্গিকগুলিতে ব্যবহৃত চিরায়ত নক্‌শা ও প্রতীককে বোঝায়। শিল্পের মোটিফ (আহমেদ, ২০০১: ১৬৯) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে :

"A motif is a regularly recurrent thematic element in a body of art or folklore. অর্থাৎ আর্ট বা ফোকলোরের স্থির ও স্থায়ী প্রসঙ্গের নির্দেশক ক্ষুদ্রতম উপাদান হল মোটিফ"।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃবিদ্ ওয়াকিল আহমেদের (আহমেদ, ২০০১: ১৬৯) ভাষায় লোকশিল্পের মোটিফ হল :

"কতক উপাদান সৌন্দর্য, সংস্কার অথবা উপযোগিতার কারণে লোকমনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং শিল্পের নানা মাধ্যমে বার বার স্থান পায় । ঐতিহ্যলালিত জনপ্রিয় এই উপাদানটি মটিফ"।

সুতরাং বলা যায় যে, লোকশিল্পের মোটিফের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রতীক ও ব্যঞ্জনাধর্মীতা নেই, আছে লোকসমাজের চির ঐতিহ্যলালিত শিল্প-সাংস্কৃতিক সুষমা। লোকসমাজের প্রথাগত ও বংশপম্পরাগতভাবে প্রবাহিত, ঐতিহ্য সমন্বিত, আলংকারিক বা প্রতীকি ভাবনার সমন্বয়ে গঠিত, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমায় সীমাবদ্ধ নান্দনিকতা সৃষ্টিকারী ও উপযোগিতা সম্পৃক্ত, স্থির ও স্থায়ী প্রসঙ্গ নির্দেশক নক্‌শা, চিহ্ন বা প্রতীক, যা লোকশিল্পের নানা মাধ্যমে বারংবার ব্যবহৃত হয় তাকেই লোকশিল্পের মোটিফ বলা যেতে পারে। লোকশিল্পের মোটিফের নিগূঢ় অর্থ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও ব্যবহারিক মূল্য বা Functional Value। লোকশিল্পের আঙ্গিক বা উপাদান হিসাবে শোলাশিল্পের অলংকরণে বেশ কিছু ঐতিহ্যলালিত নক্‌শা বা মোটিফ ব্যবহার করা হয়। শোলার মতন একটি সহজলভ্য উপাদান দ্বারা নির্মিত সুন্দর শিল্পকর্মগুলির মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতীক বা নক্‌শা ব্যবহার করা হয়, তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় শিল্পীগোষ্ঠীর জীবনভাবনা ও কল্পনাপ্রসূত নান্দনিক ভাবনার। শোলাশিল্পকর্মে উৎপাদিত উপাদানগুলির কিছু নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক নক্‌শা ব্যবহৃত হয়, যা পরম্পরাগতভাবে বংশানুক্রমে শিল্পীরা বহন করে চলে। শোলাশিল্পের এইসব ঐতিহ্যমণ্ডিত, আলংকারিক বা প্রতীকি ভাবনার সমন্বয়ে গঠিত, নান্দনিকতা সৃষ্টিকারী ও উপযোগিতা সম্পৃক্ত স্থির ও স্থায়ী প্রসঙ্গ নির্দেশক নক্‌শা, চিহ্ন বা প্রতীককেই আমরা শোলাশিল্পের মোটিফ হিসাবে অভিহিত করতে পারি। লোকশিল্পের মোটিফ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন যে, সব মোটিফই হল ঐতিহ্যলালিত নক্‌শা কিন্তু সব নক্‌শামাত্রই মোটিফ নয়।

৫. লোকশিল্পের মোটিফ : বর্গীকরণ ও পরিচয় : লোকশিল্পের মোটিফ কী তা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে মোটিফ সংক্রান্ত আলোচনার সুবিধার্থে লোকশিল্পের মোটিফগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের বর্গীকরণ করা প্রয়োজন। কখনও বিষয়, কখনও উপাদান আবার কখনও শিল্পের ব্যবহারিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতকে লক্ষ্য করেই শিল্পমোটিফ চিহ্নিত বা নির্ণীত হয়। সাধারণভাবে বিভিন্ন শিল্পমোটিফকে নিম্নলিখিতভাবে বিভাজন করেছেন। 'লোকশিল্পের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত' শীর্ষক গ্রন্থে (মণ্ডল, ২০১১: ৫৪) লোকশিল্পের বৈচিত্র্য অনুসারে লোকশিল্পমোটিফকে নিম্নলিখিতভাবে বিভাজিত করা হয়েছে। যেমন:

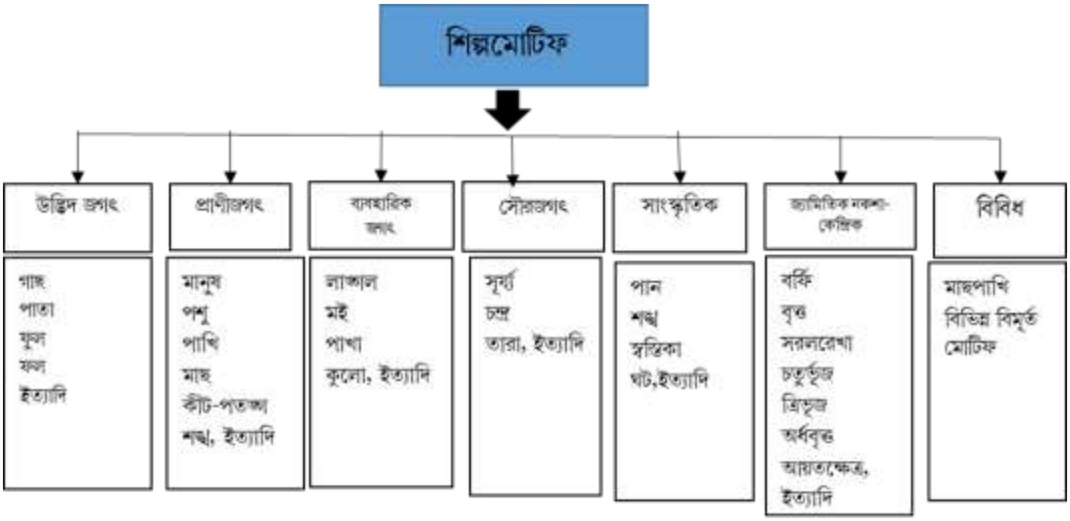

বিজন কুমার মণ্ডল তাঁর ‘সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প’ শীর্ষক গ্রন্থে (মণ্ডল, ১৯৯৯: ৫৮) মোটিফগুলির বর্গবিভাজনের ক্ষেত্রে চারটি সূত্রের কথা বলেছেন। যেমন:

১. প্রকৃতিলোক
২. জীবজগৎ
৩. ব্যবহারিকজগৎ
৪. সৌরজগৎ

এছাড়াও তিনি লোকশিল্পের মোটিফকে আরও দুটি পদ্ধতিতে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল: ১. সংশ্লেষণ পদ্ধতি ও ২. বিশ্লেষণ পদ্ধতি। সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে মোটিফগুলি খণ্ড খণ্ড রূপ থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ অংশ থেকে খণ্ডে বিভক্ত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পদ্ম থেকে যেভাবে বৃত্ত পাওয়া যায় সেটি হল বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবার বৃত্ত থেকে যেভাবে পদ্মে পরিণত হয় তা হল সংশ্লেষণ পদ্ধতি।

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ তাঁর ‘লোককলা প্রবন্ধাবলী’ শীর্ষক গ্রন্থে (আহমেদ, ২০০১: ১৭০) নকশীকাঁথার মোটিফগুলি চিহ্নিত করেছেন। তিনি নকশীকাঁথার মোট আটটি মোটিফ উল্লেখ করেছেন। মোটিফগুলি হল নিম্নরূপ:

১. পদ্মদল (Lotus)
২. কল্কা (Kalka)
৩. সূর্য্য (Sun)
৪. সজীব গাছ (Life Tree)
৫. তরঙ্গিত পুষ্পিতলতা (Wavy Floral Creeper)
৬. গৃহরথ/ মসজিদ/তাজিয়া
৭. পাখি- টিয়া/ময়ূর/পায়রা
৮. জ্যামিতিক নক্‌শা – বর্ফি/বুটি/রেখা

লোকশিল্পের মোটিফের উল্লিখিত বর্গীকরণগুলি পর্যালোচনা করে আমরা মোটিফগুলিকে সামগ্রিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন:

ক) বিষয়ভিত্তিক
খ) ব্যবহারিক প্রেক্ষিত

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন লোককারু ও চারুশিল্প মূলতঃ লোকসমাজের নান্দনিকতা ও ব্যবহারিক প্রেক্ষিত অনুসারেই সৃষ্ট হয়। তাই নান্দনিকবোধ ও অলংকরণকে নির্দেশ করতে মোটিফগুলিকে বিষয়ানুসারে বিভাজন করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যবহারগত দিকের পরিচয়ও নির্দেশ করা হয়েছে, যেমন- বিষয়গত প্রেক্ষিত (Subjective aspect) এবং ব্যবহারিক প্রেক্ষিত (Functional aspect)। লোকশিল্পের মোটিফের এই দুটি বিভাগকে আবার কিছু উপবিভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়াও লোকশিল্পের মোটিফ বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত দিককেও তুলে ধরা যায়। লোকশিল্পের মোটিফ বিভাজনের একটি সামগ্রিক রূপ ছকের সাহায্যে নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল (দাস ও মণ্ডল, ২০১৬: ১১):

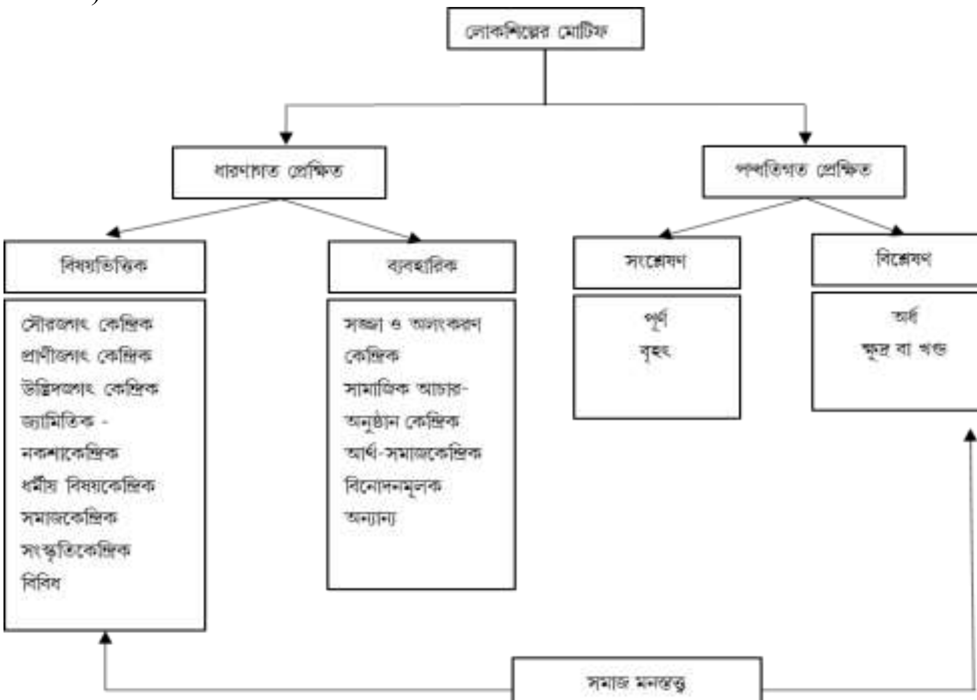

উল্লিখিত ছকটির দ্বারা লোকশিল্পের মোটিফের একটি সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে লোকশিল্পের মোটিফের ভিত্তিকে দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে: যা হল- লোকশিল্পীদের ভাবনাগত প্রেক্ষিত ও লোকশিল্পের মোটিফ উৎপাদনের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিত। লোকশিল্পীদের ভাবনাগত প্রেক্ষিতের মধ্যে লোকশিল্পের মোটিফ নির্মাণে আরো দুটি উপবিভাজন করা হয়েছে, যেমন- বিষয়ভিত্তিক ও ব্যবহারিক। এ বিষয়ে লোকশিল্পের মোটিফগুলি কখনো বিষয়ানুসারে আবার কখনো ব্যবহারিক ক্ষেত্রানুসারে বিভাজন করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক ভাবনানুসারে লোকশিল্পের মোটিফগুলি হল: সৌরজগৎকেন্দ্রিক, প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক, উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক, জ্যামিতিক-নক্‌শাকেন্দ্রিক, ধর্মীয়বিষয়কেন্দ্রিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-প্রতীককেন্দ্রিক প্রভৃতি। আবার লোকসমাজের দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহারিক গুরুত্ব পেয়েছে লোকশিল্পের মোটিফগুলি, যেমন: সজ্জা ও অলংকরণে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিকতায়, আর্থ-সমাজকেন্দ্রিকতায় এবং বিনোদনমূলক ক্ষেত্রেও মোটিফের ব্যবহারিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে লোকশিল্পের মোটিফের উৎপাদন পদ্ধতি অনুসারে মোটিফ বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিতকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ। সংশ্লেষণ পদ্ধতিকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন পূর্ণ ও বৃহৎ এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির দুটি ভাগ হল অর্ধ ও ক্ষুদ্র বা খণ্ড। লোকশিল্পের মোটিফের ভাবনাগত

ও পদ্ধতিগত প্রেক্ষিতের সমগ্র অংশকে নিয়ন্ত্রন করে লোকসমাজের মনস্তত্ত্ব। আর এই মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই লোকশিল্পের মোটিফ ভাবনার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

উল্লিখিত শ্রেণিবিভাজন ছাড়াও শোলাশিল্পের মোটিফগুলি চিহ্নিত করে আলোচনা করা হল। মোটিফগুলি হল নিম্নরূপ:

মোটিফ - ১. ফুল : শোলাশিল্পের ক্ষেত্রে যে সব মোটিফ দেখা যায় তার মধ্যে ফুল অন্যতম। শোলাশিল্পে উৎপাদিত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফুলের মোটিফ দেখা যায়। যেমন- পদ্ম (রেখাচিত্র নং- ১), গোলাপ, জুঁই (চিত্র নংঃ ১), রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, কাশফুল, কদমফুল (চিত্র নংঃ ২) প্রভৃতি। ফুলদানী, মুকুট, টোপর এবং আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপাদান নির্মাণে এইসব ফুলের মোটিফ ব্যবহার হয়ে থাকে।

মোটিফ - ২. লতা : শোলাশিল্পের ‘লতা’ একটি বিশেষ মোটিফ। তরঙ্গিত-পুষ্পিত-লতা, শঙ্খলতা বা সাধারণ লতা (রেখাচিত্র নং- ২) শোলা শিল্পদ্রব্যের মোটিফের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ প্রতিমার আভরণ নির্মাণে এবং মণ্ডপসজ্জা, চালচিত্র নির্মাণে এই সব মোটিফের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র নং: ১. মোটিফঃ গোলাপ ও জুঁই

চিত্র নং: ২.মোটিফঃ কদম ফুল

চিত্র নং: .৩.মোটিফঃ সূর্য্য/নক্ষত্র/ বৃত্ত

মোটিফ - ৩. সূর্য : শোলাশিল্পের একটি অন্যতম মোটিফ হল সূর্য (চিত্র নংঃ ৩)। সাধারণতঃ বিবাহের টোপরে, দেবদেবীর মুকুটে এবং দেবদেবীর মূর্তির পিছনের চালায় সূর্যাকৃতি ছটা নির্মাণের জন্য এই মোটিফের ব্যবহার করা হয়। শোলাশিল্পের উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে কখনও সূর্যের পূর্ণ বা অর্ধ-রূপ (রেখাচিত্র নং- ৩) দেখা যায়।

মোটিফ - ৪. চন্দ্র/বৃত্ত : চন্দ্র বা চাঁদ শোলাশিল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ। বিভিন্ন উপাদানগুলির পূর্ণচন্দ্র বা বৃত্ত (রেখাচিত্র নং- ৪) অথবা কখনও অর্ধচন্দ্র বা অর্ধবৃত্ত দেখ যায়। বিবাহের টোপরে অর্ধবৃত্ত বা চন্দ্রের মোটিফ একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

মোটিফ - ৫. পাতা : শোলাশিল্পের অপর একটি মোটিফ হল পাতা (রেখাচিত্র নং- ৫)। শোলাশিল্পে মূলতঃ আমপাতা, আঙ্গুরপাতা, পানপাতা, খেঁজুরপাতা প্রভৃতি মোটিফ দেখা যায়।

মোটিফ - ৬. শঙ্খ : শোলাশিল্পে অপর একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল শঙ্খ (রেখাচিত্র নং- ৬)। শঙ্খের মূর্ত বা বিমূর্ত রূপ বিবাহের সিঁথিমোড়, দেবদেবীর মুকুট ছাড়াও ফুলদানি, গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপকরণে মোটিফ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মোটিফ - ৭. কল্কা : শোলাশিল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল কল্কা (রেখাচিত্র নং- ২)(চিত্র নংঃ ৬)। ভারতীয় উপমহাদেশে কল্কা একটি জনপ্রিয় মোটিফ। প্রায় সব ধরনের লোকশিল্পে ‘কল্কা’ মোটিফের প্রচলন রয়েছে। শোলার ডাকের সাজ, দেবদেবীর আভরণ, মুকুট, চালচিত্র ও অন্যান্য গৃহসজ্জার উপকরণে শোলাশিল্পের এই মোটিফ পরিলক্ষিত হয়।

মোটিফ - ৮. জ্যামিতিক নক্শা : শোলাশিল্পদ্রব্যের মোটিফগুলির মধ্যে জ্যামিতিক নক্শা (রেখাচিত্র নং- ৭,৮) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্যামিতিক নক্শার মধ্যে রেখা, বর্ফি, বৃত্ত, ত্রিভুজ, ষড়ভূজ, চর্তুভূজ, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শোলাশিল্পে উৎপাদিত প্রায় সব ধরনের শিল্পদ্রব্যের মধ্যেই জ্যামিতিক নক্শাকেন্দ্রিক মোটিফ দেখা যায়।

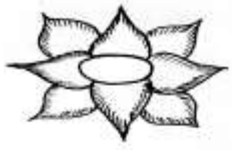	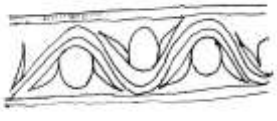	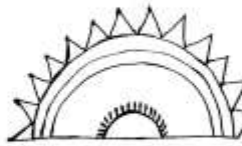	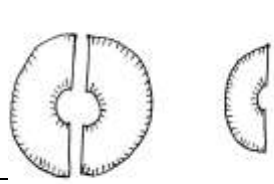
রেখাচিত্র নং- ১. পদ্ম	রেখাচিত্র নং-২. লতা বা কল্কা	রেখাচিত্র নং- ৩. সূর্য	[illegible]
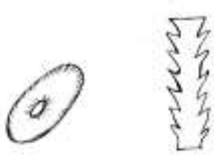	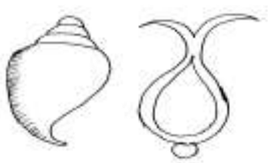	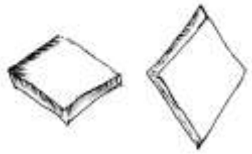	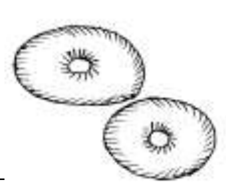
রেখাচিত্র নং- ৫. পাতা	রেখাচিত্র নং- ৬. শঙ্খ	রেখাচিত্র নং- ৭. বর্ফি	রেখা।চত্র নং- ৮. বৃত্ত

মোটিফ - ৯. মাছ : শোলাশিল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল মাছ (রেখাচিত্র নং- ৯)। শোলাশিল্পের বিভিন্ন উপকরণে বিমূর্ত মাছের মোটিফের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

মোটিফ - ১০. ময়ূর : শোলাশিল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল ময়ূর (রেখাচিত্র নং- ১০)(চিত্র নংঃ ৫)। শুধুমাত্র খেলনা হিসাবেই নয়, অন্যান্য বিভিন্ন শোলার উৎপাদিত দ্রব্যে সম্পূর্ণ ময়ূর বা ময়ূরের অবয়ব অলংকরণ বা নক্শা হিসাবে ব্যবহার হয়েছে।

মোটিফ - ১১. ঘট : শোলার দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যগুলির মধ্যে একটি মোটিফ হল মঙ্গলঘট (রেখাচিত্র নং- ১১), যা মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত। মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমাসজ্জা, সিঁথিমোড় প্রভৃতি প্রস্তুতে এই মোটিফটির ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

মোটিফ - ১২. প্রজাপতি : শোলাশিল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল প্রজাপতি (রেখাচিত্র নং- ১২)(চিত্র নংঃ ৪)। সাধারণতঃ টোপর, মুকুট, সিঁথিমোড় ও মণ্ডপসজ্জায় এই মোটিফটির ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র নং: ৪. মোটিফঃ প্রজাপতি

চিত্র নং: ৫. মোটিফঃ ময়ূর

চিত্র নং: ৬. মোটিফঃ কলকা

মোটিফ - ১৩. নৌকা : শোলাশিল্পের এক অনবদ্য ও কারুকার্যময় মোটিফ হল নৌকা (রেখাচিত্র নং- ১৩)। কখনও সম্পূর্ণরূপে বা শুধুমাত্র অবয়ব হিসাবে নৌকার মোটিফ এইশিল্পে দেখা যায়। দাঁড়যুক্ত নৌকা, পালবাওয়া নৌকা, এবং ময়ূরপঙ্খী নৌকা প্রভৃতি প্রকরণও পরিলক্ষিত হয়।

মোটিফ - ১৪. গৃহস্থালী দ্রব্যকেন্দ্রিক : শোলাশিল্পের মোটিফের অপর একটি ধারা হল গৃহস্থালী-দ্রব্যকেন্দ্রিক মোটিফ। এক্ষেত্রে শোলার তৈরি কুলো (রেখাচিত্র নং- ১৪), পাখা ও অন্যান্য দ্রব্য বিমূর্তরূপে মোটিফ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং এর নান্দনিকতা ও ব্যবহারগত প্রেক্ষিত নির্দেশ করে।

মোটিফ - ১৫. কর্মকেন্দ্রিক : শোলাশিল্পে অপর এক ধরনেরর মোটিফ পরিলক্ষিত হয়। কর্মব্যস্ত লোকজীবনের প্রতিফলিত রূপকেই লোকশিল্পীরা মোটিফ হিসাবে তুলে ধরে রেখেছেন। এক্ষেত্রে হাতির পিঠে হাওদা, সৈন্য, একতারা বাদনরত বাউল, পাল্কীবহনরত বেয়ারা (রেখাচিত্র নং- ১৫) প্রভৃতি কর্মকেন্দ্রিক মোটিফ এই শিল্পে দেখা যায়।

মোটিফ - ১৬. জীবজন্তু : শোলাশিল্পে অপর একধরণের মোটিফ হল জীবজন্তুর মোটিফ। এক্ষেত্রে শোলাশিল্পের বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর মোটিফ পরিলক্ষিত হয়। যথা – হাতি, কুকুর, হনুমান, বাঘ প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরনের পাখির মোটিফও (রেখাচিত্র নং- ১৬) লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ খেলনা ও বিনোদনমূলক সামগ্রীতে এই ধরনের মোটিফ দেখা যায়।

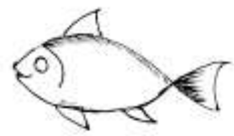			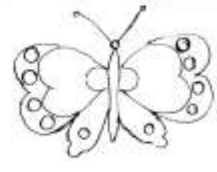
রেখাচিত্র নং- ৯. মাছ	রেখাচিত্র নং- ১০. ময়ূর	রেখাচিত্র নং- ১১. ঘট	রেখাচিত্র নং- ১২. প্রজাপতি
		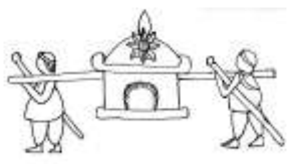	
রেখাচিত্র নং- ১৩. নৌকা	রেখাচিত্র নং- ১৪. কুলো	রেখাচিত্র নং- ১৫. পাল্কীবাহক	রেখাচিত্র নং- ১৬. পাখি

৬. শোলাশিল্পের মোটিফের বিশ্লেষণ : লোকশিল্পের প্রধান পরিচায়ক হল প্রতীক, অলংকরণ বা মোটিফ। লোকশিল্পের মোটিফ বা আঙ্গিকগত এই বৈশিষ্ট্য লোকসমাজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলনমাত্র। প্রত্যেক মোটিফের যে রূপক ও গূঢ় সাংকেতিক অর্থ থাকবে এমন নয়। কখনও কখনও শিল্পমোটিফ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে আবার কখনো নাও হতে পারে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শিল্পের বর্হি-প্রকৃতির সঙ্গে অর্ন্ত-প্রকৃতির তাৎপর্যের বিন্যাস ঘটলে শিল্পের সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে। অর্থাৎ সব মোটিফ যে শুধুই নান্দনিক তা নয় আবার মোটিফের ব্যবহারিক, সামাজিক প্রসঙ্গই সবক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে তাও নয়। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, সব মোটিফ মাত্রই ঐতিহ্যলালিত নকশা হলেও সব নকশাই মোটিফ নয়। নদীয়া জেলায় শোলাশিল্পে ব্যবহৃত মোটিফগুলির সামাজিক, ব্যবহারিক ও নান্দনিক প্রেক্ষিত অনুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিল্পমোটিফগুলি কীভাবে এক একটি বিশেষ সাংকেতিক প্রতীক ও রূপক হিসাবে সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। নিম্নে মোটিফগুলিকে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হল :

শোলাশিল্পে আমরা প্রথম মোটিফ দেখেছি ফুল। ফুলের মধ্যে শোলাশিল্পে পদ্ম, রজনীগন্ধা, গোলাপ, জুঁই প্রভৃতি মোটিফগুলি শুধুমাত্র শিল্পের নান্দনিক শোভাবর্ধনকারীই নয়, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণও বটে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ‘পদ্ম’ মোটিফটি বা ‘পদ্মদল’ সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক হিসাবে সমাদৃত। শোলাশিল্পের উপকরণগুলিতে

পদ্মের মোটিফ পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত। আবার শোলাশিল্পের বিভিন্ন উপকরণে ব্যবহৃত পদ্ম মোটিফ লোকসমাজের ধর্মীয় বাতাবরণ ও বিশ্বাসকেও প্রভাবিত করে।

শোলাশিল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল কলকা। 'কলকা' মোটিফটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। ভারতীয় শিল্পে কলকা মোটিফটি এসেছে তুর্কী-আফগান-মোঘল সংস্কৃতি থেকে। কলকা মোটিফটির মাধ্যমে শোলাশিল্পীরা শিল্পের সৌন্দর্যসুষমা ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিকতাবোধেরও উন্মোচন ঘটিয়ে থাকেন। শোলাশিল্পের অপর মোটিফ 'লতা'। এই মোটিফের ক্ষেত্রে ধানের ছড়া, পুষ্পিত লতা উর্বরতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শোলার বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যে এই মোটিফটি পরিলক্ষিত হয়।

শোলাশিল্পের জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক মোটিফের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য হল বুটি বা বিন্দু, বৃত্ত, বর্ফি, চতুর্ভূজ, আয়তক্ষেত্র, ষড়ভূজ প্রভৃতি। আদিম সমাজের দলগত বা বৃত্তাকারে ঘুরে শিকার পদ্ধতির এক মূর্তরূপ হল বৃত্ত। শোলাশিল্পের বিভিন্ন উপকরণে কখনও বৃত্ত থেকে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে, নতুন অবয়ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বুটি বা বৃত্ত পাওয়া যায়। এছাড়াও সরলরেখা দ্বারা আয়তক্ষেত্র মাপের লক্ষীর ঝারি বা সরলরেখার আকারে শোলার দণ্ড বা মালা পাওয়া যায়।

এছাড়া বিভিন্ন জীবজন্তু, নৌকা, সাংস্কৃতিক প্রতীক, পান বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে রয়েছে মানব সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ। গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত শোলার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে মোটিফগুলি শুধুমাত্র নান্দনিক তাৎপর্যই বহন করে না, এর সাথে গৃহস্থের শান্তি, মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবেও চিহ্নিত হয়। বিভিন্ন উপকরণে ব্যবহৃত মোটিফগুলির মধ্যে লোকসমাজের যে বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি যুক্ত রয়েছে, তা শোলাশিল্পের ক্ষেত্রেও সমানভাবে অপরিহার্য।

৭. নদীয়া জেলার শোলাশিল্পের মোটিফের বিবর্তন : নদীয়া জেলার শোলাশিল্পের মোটিফ নির্ণয়ের পাশাপাশি শোলাশিল্পের মোটিফের যে বিবর্তনের ধারা তা নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। শোলাশিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শুধুমাত্র মণ্ডপসজ্জা, ডাকের সাজ ও গৃহসজ্জার উপকরণ ছাড়া সেভাবে শোলার ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে চিরায়ত নক্শাগুলি যুগোপযোগী চাহিদার সামিল হতে না পারায় অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। মণ্ডপসজ্জায়ও থিমকেন্দ্রিকতায় চিরায়ত ঐতিহ্যলালিত, নক্শাগুলি প্রায় পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। শোলার পরিবর্তে বাজার চলতি থার্মোকলের প্রভাবেও শোলাশিল্পের ক্রমহ্রাসমানতায় চিরায়ত নক্শাগুলিও অংশীদার হয়ে চলেছে। এছাড়া আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় মানুষ মূল সংস্কৃতির অনেক আচার-সংস্কার যেমন বর্জন করেছে, একই সাথে বর্জন হয়েছে এর সংলগ্ন উপাদানগুলিও। নদিয়া জেলার শোলা শিল্পের মোটিফগুলিও এই একই প্রতিযোগিতায় বিবর্তিত হয়ে চলেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শোলার তৈরি সিঁথিমোড় বা টোপর তৈরিতে যে ধরনের মোটিফ পূর্বে ব্যবহৃত হত অর্থ্যৎ বিবাহে মূলতঃ প্রজাপতি, ঘট, চন্দ্র প্রভৃতি মোটিফের ব্যবহারের আধিক্য থাকলেও বর্তমানে চুমকি ও জরির তৈরি কল্কা ব্যবহার বেশি দেখা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পদ্মদল বা পদ্মের মোটিফ ঠিক পূর্বের মতো শিল্পদ্রব্যগুলিতে ব্যবহার হচ্ছে না। উপরন্তু অন্যান্য দেশী বা বিদেশী ফুলের মোটিফের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুগোপযোগী চাহিদায় নদীয়ার শোলাশিল্পের মোটিফগুলি বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

৮. উপসংহার : নদীয়া জেলার বিভিন্ন লোকশিল্পের মধ্যে যে বিচিত্র নকশা বা প্রতীক (symbo) অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হয় তা শুধুমাত্র নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্যই নয় এতে রয়েছে আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য। লোকশিল্পের ধারায় শোলাশিল্পের ঐতিহ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শোলাশিল্প বা শোলা মূলতঃ শুভ্রতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় শোলাশিল্পের মোটিফগুলির মধ্যেও তাৎপর্যতা লক্ষ্য করা যায়। শোলা নামক এই সহজলভ্য উপাদানটির সাথে নদীয়াবাসী তথা লোকসমাজের হার্দিক সম্পর্ক বিদ্যমান। শোলার উপকরণগুলি

শুধুমাত্র নান্দনিক শোভাবর্ধনে গৃহসজ্জার উপাদানই নয়, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও আচারকেন্দ্রিকতায় এর সমান প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এছাড়াও পরিবেশদূষণ-রোধক হিবাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোলার ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বর্তমানে পরিবেশ-দূষণ, আবহাওয়ার অসঙ্গতি ও বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে শোলার উৎপাদন যথেচ্ছ কম। ফলে শিল্পদ্রব্যেও সেই প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তথাপি লোকশিল্পের আঙ্গিনায় নদীয়া জেলার শোলাশিল্পের মোটিফের ঐতিহ্য ও বির্বতনের রূপটি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, শোলা শিল্পের মোটিফ কোন কোন ক্ষেত্রে বিবর্তিত হলেও মূল রূপটি একেবারেই পরিবর্তন হয়ে যায় নি।

তথ্যসূত্র :

১. আহমেদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা: গতিধারা পাবলিকেশন, ২০০১, পৃ. ১৬৯।
২. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং- ১, পৃ. ১৬৯।
৩. মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্পের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত*, কলকাতা: নটনমকলকাতা, ২০১১, পৃ. ৫৪।
৪. মণ্ডল, বিজনকুমার, *সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প*, কলকাতা: ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮।
৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং- ১, পৃ. ১৭০।
৬. দাস, টগরী ও সুজয়কুমার মণ্ডল, *লোকশিল্পের মোটিফ: ধারণা, প্রেক্ষিত ও বৈচিত্র্য*, ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ জার্নাল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশাল সায়েন্স, করিমগঞ্জ: স্কলার পাবলিকেশন, ২(১), ২০১৬, পৃ. ১১।

গ্রন্থপঞ্জী :

আহমেদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা: গতিধারা পাবলিকেশন, ২০০৫।
আহমেদ, ওয়াকিল, *লৌকিক জ্ঞানকোষ*, ঢাকা: গতিধারা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১।
আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোকচারু ও কারুশিল্প*, ঢাকা: গতিধারা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭।
ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার লোকশিল্প*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *বঙ্গীয় লোকজ শিল্প*, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১১।
বিশ্বাস, বিধান, *শোলাশিল্প*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা: তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ, পশিমবঙ্গ সরকার, ২০১১।
মণ্ডল, বিজনকুমার, *সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প*, কলকাতা: ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯৯৯।
মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্পের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত*, কলকাতা: নটনমকলকাতা, ২০০১।
Khan, Shamsuzzaman (ed.), *Folklore of Bangladesh* (Vol.II), Dhaka: Bangla Academy, 1992.
Ganguly, Kalyankumar, *Designs and Motifs in Indian Art*, Kolkata: Shishu Sahity Samsad, 1998.
Gulia, K.S, *Art and Crafting of Himalayans*, Delhi: Isha Books, 2007.

পত্রপত্রিকা :

নদীয়ার ইতিবৃত্ত, দশম কল্যাণী বইমেলা কমিটি, কল্যাণী, ২০০৬।
দাস, টগরী ও সুজয়কুমার মণ্ডল, *লোকশিল্পের মোটিফ: ধারণা, প্রেক্ষিত ও বৈচিত্র্য*, ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ জার্নাল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশাল সায়েন্স, করিমগঞ্জ: স্কলার পাবলিকেশন, ২(১), ২০১৬।

অনুগবেষণাপত্র :

বিশ্বাস, চিন্ময়, *শোলাশিল্পে লোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব*, কল্যাণী: লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

রায়, সোমনাথ, *নদীয়া জেলার শোলাশিল্পের ঐতিহ্য ও বিবর্তন*, কল্যাণী: লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

সেন, পাপড়ি, *কৃষ্ণনগরের শোলাশিল্পে মহিলাদের ভূমিকা*, কল্যাণী: লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।

তথ্যদাতা :

রতন মালাকার, (৪৮), আনন্দময়ীতলা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ।
সুনীতি মালাকার, (৪৫), সূর্য্যনগর, রাণাঘাট, নদীয়া।
যদুনাথ বিশ্বাস, বয়স (৭০), তাঁতিপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ।
অসীম মালাকার, (৪০), সূর্য্যনগর, রাণাঘাট, নদীয়া।
গৌতম বাগ, (৪০), বাগদীপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
অপর্ণা আচার্য, (৫৫), পালিত পাড়া, বীরনগর, নদীয়া।

Website:

http://dictionary.reference.com/browse/motif, viewed on 07/08/2015, Time-4.35p.m.
http://www.businessdictionary.com/definition/design.html, viewed on 07/08/2015, Time-4.35p.m.